দৈনিক

তারিখ 09 FEB 2008
পৃষ্ঠা ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার চলছে

বিদায়ী অর্থবছরে প্রাপ্ত ৫১৯ কোটি টাকার বিপরীতে নিজস্ব আয় ছিল মাত্র ৬৫ কোটি

॥ নিজামুল হক ॥

স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে দেশের পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার চলছে। মঞ্জুরী কমিশনের পূর্বানুমোদন ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ না করে অর্থ ব্যয় করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। প্রতিবছরই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উলেখ করে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগে সতর্ক হওয়া এবং সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করে অর্থ ব্যয়ের তাগিদ দেয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মঞ্জুরী কমিশনের এ তাগিদ আমলে না নিয়ে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগে দলীয় বিবেচনায় ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে জনবল নিয়োগ চলছে, ইচ্ছানুযায়ী অর্থব্যয় করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির আস্থাভাজন হলেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়া সম্ভব। এর জন্য বাড়তি কোন মেধা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।

পূর্বানুমোদন ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ না করে ব্যয় নির্বাহ করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছরই অর্থের ঘাটতি দেখা যায়। ক্রমশ এ ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। মঞ্জুরী কমিশন জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পদোন্নতি ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

আপগ্রেডেশনের নীতিমালা অনুসরণ না করে নমনীয় বা উদারনীতির মাধ্যমে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি, আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হচ্ছে। এটিও বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে শিক্ষক-কর্মকর্তার বেতনভাতা পরিশোধ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পেছনে মোট বাজেটের নগণ্য অংশই ব্যয় করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক এবং ২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন কর্মকর্তা- কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে। এভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক ও মাত্র ৭ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক ও ১ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ২ কর্মকর্তা-কমচারি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক ও ২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন কর্মকর্তা- কর্মচারি, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক ও মাত্র ২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন কর্মকর্তা- কর্মচারি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ শিক্ষক এবং ২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন কর্মকর্তা- কর্মচারি এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক কর্মরত। মঞ্জুরী কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর তুলনায় এ জনবল অতিরিক্ত।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরীকৃত বেশিরভাগই ব্যয় হয় বেতনভাতা ও পেনশন খাতে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতনভাতাদি খাতে ব্যয় হয়েছে মোট খরচের ৬৯ ভাগ। প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১৮ শতাংশ মিটিয়ে বাকি মাত্র ১৩ ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষাসহ আনুষঙ্গিক খাতে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেট ছিল ১২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেতনভাতাদি খাতে ৮২ কোটি, পেনশন খাতে ১৮ কোটি ২৫ লাখ, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকার চাহিদা মিটিয়ে মাত্র ১১ কোটি টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। এভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৭ কোটি ৮০ লাখ টাকার মোট বাজেটের মধ্যে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ৫ কোটি ৮০ লাখ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার মধ্যে ৫ কোটি ৯৫ লাখ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৮ কোটি ৬০ লাখ টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৭৫ লাখ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ কোটি ৬০ লাখ টাকার মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ কোটি ৭০ লাখ টাকার মধ্যে ২৫ লাখ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ কোটি ৪২ লাখ টাকার মধ্যে ৩৪ লাখ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ কোটি ৮৯ লাখ টাকার মধ্যে ৭৯ লাখ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ কোটি ২ লাখ টাকার মধ্যে ৭০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

এছাড়া পেনশন, বিদ্যুৎ খাত, পরিবহন খাতেও ব্যয় বাড়ছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ খাতে খরচ ছিল ১৪ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ কোটি ২৫ লাখ এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। মঞ্জুরী কমিশনের সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে হিটার ব্যবহারের ফলে এ খাতে অর্থ ব্যয়র পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিজস্ব আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে মঞ্জুরী কমিশন তাগিদ দিলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলো এ বিষয়ে এখনো বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে মূল বাজেটে সরকার থেকে প্রাপ্ত ৫১৯ কোটি টাকার বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৫ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, স্বায়ত্তশাসন পেলে এটা প্রয়োগ করবেই। তবে নিয়মের মধ্যে থেকেই এ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়িয়ে গবেষণা খাতে বেশি বরাদ্দ দেয়া উচিত। দায়িত্ববোধ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত অর্থের অপচয় না করা। তিনি বলেন,অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা আপত্তি জানিয়েছি এবং ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।